দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 12 JUN 2015
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় রাজনৈতিক কর্মীদের দাপট

মন্ত্রণালয়ের নজরদারি বাড়ানোর তাগিদ

■ নিজামুল হক

বেশ কিছু এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির (শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটি) অনৈতিক কর্মকাণ্ডের কারণে বিপাকে পড়ছে শিক্ষক ও কর্মচারীরা। আবার কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থানীয় দলীয় নেতাকর্মীরা গভর্নিং বডিতে যুক্ত হওয়ায় শিক্ষা উন্নয়ন পিছিয়ে পড়ছে। কোথাও কোথাও কমিটির অন্তঃকোন্দলে বেতন বন্ধ থাকছে। কমিটির ইচ্ছানুযায়ী অযোগ্যদের নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। বিপাকে পড়তে হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষদের, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম।

২০০৯ সালের ৮ জুলাই জারি করা প্রজ্ঞাপনে কলেজের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেয়া হয় গভর্নিং বডিকে। প্রজ্ঞাপনে গভর্নিং বডি গঠনের দায়িত্বভার দেয়া হয় স্থানীয় সংসদ সদস্যকে। সংসদ সদস্য তার পছন্দ অনুযায়ী চারটি প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হতে পারেন এবং অন্য প্রতিষ্ঠানে তার মনোনীত ব্যক্তিকে সভাপতি করতে পারেন। এছাড়া অন্যান্য সদস্য পদেও তার পছন্দের ব্যক্তি মনোনীত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। এই সুযোগে সভাপতি এবং অন্যান্য পদে দলীয় নেতাকর্মীরা মনোনীত হচ্ছেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ এমন নেতাকর্মীরাও সভাপতি বা অন্যান্য পদে মনোনীত হচ্ছেন।

উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল পরিচালনার দায়িত্বে গভর্নিং বডি এবং মাধ্যমিক স্তরের প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে ম্যানেজিং কমিটি। গভর্নিং বডির সভাপতি হন স্থানীয় সংসদ সদস্য বা তার মনোনীত ব্যক্তি। ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হয় নির্বাচনের মাধ্যমে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় কমিটিতে জনপ্রতিনিধি থাকলেও তাদের কোন জবাবদিহিতা নেই। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, মন্ত্রণালয় বা বোর্ডের কোন নিয়মই তারা মানে না।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোচিং, শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে অতিরিক্ত ফি আদায় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়ম শৃঙ্খলার বিষয়ের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বোর্ডের একাধিক নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু স্কুল-কলেজগুলো এসব নিয়ম তোয়াক্কা না করেই চলছে। কোচিং নীতিমালা মানা হচ্ছে না, ভর্তির ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় নির্ধারিত ফি'র চেয়ে বেশি ফি আদায় করা হচ্ছে। এসব ঘটনা মন্ত্রণালয়ের গোচরে হলেও কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না।

স্কুল-কলেজে শিক্ষক-কর্মচারি নিয়োগের ক্ষমতা পরিচালনা কমিটির (গভর্নিং বডি) ওপর ন্যস্ত। পদ শূন্যতা সাপেক্ষে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে শিক্ষক নিয়োগ করে এই কমিটি। নিয়োগের পর বিধি মোতাবেক এমপিওভুক্তির জন্য শিক্ষা অধিদপ্তরে আবেদন করে। এই নিয়োগের ক্ষেত্রে নানা অনিয়মে জড়িয়ে পড়ে গভর্নিং বডি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের এক কর্মকর্তা জানিয়েছে, শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণ হিসেবে মূল সনদ জমা দিয়ে আবেদন করেছেন, নিয়োগও পেয়েছেন শিক্ষক হিসাবে। এমপিওভুক্ত হয়ে সরকারি বেতন-ভাতাও ভোগ করেছেন। কিন্তু অনুসন্ধানে জানা গেল যে সনদ দিয়ে চাকরি জুটলো সেটি জাল। কমিটির সদস্যকে ঘুষ দিয়ে বাগিয়ে নিয়েছেন চাকরি। এভাবে কয়েকশত জাল সার্টিফিকেট ধরা পড়েছে। যশোরের কেশবপুর ডিগ্রি কলেজ এবং মাসুদ মেমোরিয়াল কলেজের অধ্যক্ষসহ জাল সার্টিফিকেটের কারণে ২২ জন শিক্ষককে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। অধিদপ্তরের এই কর্মকর্তা বলেন, এসব জাল সার্টিফিকেটই গভর্নিং বডির দৈন্যতার চিত্র।

সংশ্লিষ্টরা বলেন, বেসরকারি স্কুল ও কলেজ গভর্নিং বডি শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে থাকেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রার্থীদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে এই নিয়োগ দেয়া হয়। এক্ষেত্রে যোগ্যতার সনদ আছে কি-না তাও যাচাই করা হয় না। এই নিয়োগ বোর্ডে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি

পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ২

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উপস্থিত থাকেন। জাল সার্টিফিকেটে নিয়োগ প্রদান বা নিয়োগে অনিয়ম থাকলে নিয়োগ বোর্ডের সদস্যরাও দায়ী থাকবেন।

রাজধানীর মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক নজরুল আমিন বলেন, উচ্চ আদালত ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশের পরও ভর্তির ক্ষেত্রে রাজধানীর অনেক স্কুল শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের কাছ থেকে নেয়া অতিরিক্ত ফি ফেরত দেয়নি। অথচ এ ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা ছিল। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি মন্ত্রণালয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ২০০৯ সালের পূর্বে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটিতে প্রশাসনের কর্মকর্তারা ছিলেন। এক সময় তারাও নানা অনিয়ম এবং অব্যবস্থাপনায় জড়িয়ে পড়েন। আবার অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকায় শিক্ষা উন্নয়নে তারা সময় দিতে পারতেন না। স্থানীয় জনগণের সঙ্গে গভর্নিং বডির সদস্যদের যোগাযোগ না থাকায় শিক্ষা উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছিল। এরই প্রেক্ষাপটে পুনরায় জনপ্রতিনিধির হাতে গভর্নিং বডি তৈরির ক্ষমতা চলে আসে।

রাজধানীর কামাল আহমেদ মজুমদার স্কুল এ্যান্ড কলেজের এক শিক্ষক বলেন, গভর্নিং বডির সভাপতি নিয়ে বিরোধ থাকার কারণে তারা পাঁচ মাস বেতন পাননি। যদিও পরে বিষয়টির সমাধান হয়েছে।

বিএনপি সরকারের সময়ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির দায়িত্ব স্থানীয় সংসদ সদস্যের কাছে ছিল। এ সময়ও নানা অনিয়ম ও দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন কমিটির সদস্যরা। ওই সময়ও কমিটির কর্মকাণ্ড নিয়ে বিভিন্ন মহলে সমালোচনা তৈরি হয়েছিল। গত তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের পর গভর্নিং বডির সভাপতি হন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসক ও তাদের মনোনীতরা। ২০০৯ সালে আওয়ামীলীগ সরকার গঠনের পর আবার কমিটি গঠনে সংসদ সদস্যদের প্রধান্য দেয়া হয়।

স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির বিষয় ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের স্কুল পরিদর্শক এটিএম মইনুল হোসেন বলেন, যে কোন অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা দেখা দিলে ম্যানেজিং কমিটি ভেঙ্গে দেয়ার ক্ষমতা রয়েছে বোর্ডের। ইতিমধ্যে নানা অনিয়মের কারণে একাধিক ম্যানেজিং কমিটি ভেঙে দেয়া হয়েছে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু বকর সিদ্দিক বলেন, স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি অনিয়মের কারণে সহজেই ভেঙে দেয়া যায়। কিন্তু কলেজ গভর্নিং বডিকে শিক্ষা বোর্ড অনুমোদন দিলেও এই কমিটির কার্যক্রম তদারকি বা কমিটি বাতিল করার ক্ষমতা বোর্ডের নেই। প্রতিষ্ঠানের কোন শিক্ষক-কর্মকর্তার অনিয়মের কারণে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যায়। কিন্তু কমিটির বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া যায় না। তবে বড় ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া গেলে নির্ধারিত নিয়মেই কমিটি বাতিল করা যায়। দ্রুত কোন ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব নয়।